বিপদ

শপিং ব্যাগটা সিঁড়ির একপাশে রেখে ওভারকোটের পকেট থেকে ফ্রন্ট ডোরের চাবি বার করলো শ্রীলেখা। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মেন্জিস ভাড়াটেদের প্রত্যেককে এক একটা চাবি দিয়ে দিয়েছেন ---- যখন খুশি আসো যাও, ডোরবেল বাজিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ কোরোনা বাপু। ভাড়াটেদের বন্ধুবান্ধবদেরও গৃহকর্ত্রীর ঘণ্টি-বিদ্বেষের কথা জানা আছে। সাধ্যমত এড়িয়ে চলে সেটা। ঘড়ি ধরে আসে এবং যার কাছে আসে সে আগে থেকেই রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখে, তড়ি ঘড়ি এসে দরজা খুলে দেয় ঘণ্টি টেপার আগেই। অবশ্য আনকোরা নতুন অতিথির বেলাতেই এত সতর্কতা। যারা নিয়মিত আনাগোনা করে তারা হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, জানলায় চেনা মুখ দেখলে হাতছানি দেয় ---- দরজার পাশে সাদা সুইচটার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। মিসেস মেন্জিস অবশ্য এখন এখানে নেই। ইটালিতে ছুটি কাটাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর তিন বাধ্য ভাড়াটের জন্যে তাঁর অলিখিত নিয়মগুলো জারি রয়েছে একই ভাবে।

চাবি দিয়ে গা-তালা খুলে শপিং ব্যাগটা হাতে তুলে নিলো শ্রীলেখা। ঠিক তখনি একটি যুবক গেট খুলে ভিতরে এলো, সিঁড়ি ক'টা পার হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো শ্রীলেখার পাশে। শ্রীলেখা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার উপক্রম করছিল। লোকটাকে দেখে একটু সরে তার জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিলো।

লোকটা মৃদু হেসে মাথা নুইয়ে বললো, "আফটার ইউ ----।"

শ্রীলেখা ভিতরে গেল। লোকটাও ভিতরে এসে দরজা টেনে দিলো।

তিনতলা বাড়ি। একতলায় রান্নাঘর, ডাইনিং রুম ও ড্রয়িং রুম। একতলার সবটাই মিসেস মেন্জিসের দখলে। দোতলাতেও দু'খানা ঘর নিজের জন্যে রেখে বাকি ঘরখানা ভাড়া দিয়েছেন রুবেন নামে এক ইহুদী

ডাক্তারকে। ভারী শান্ত স্বভাবের লোক। তার ঘর থেকে কখনো কোনও আওয়াজ শোনেনি শ্রীলেখা। মানুষটা যে ঘরে আছে না নেই দরজায় লাগানো 'ইন' আর 'আউট' লেখা কাঠের ফলকটা দেখে ছাড়া বোঝবার উপায় নেই কারো। এই মুহূর্তে রুবেন 'ইন' নয়, 'আউট'। তেতলায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একটা শ্রীলেখার। অন্যটার বাসিন্দা ইনগ্রিড নামে একটি নরওয়েজিয়ান মেয়ে। শ্রীলেখা আড়ালে ওর নাম দিয়েছে ফুলঝুরি। মেয়ে তো নয় যেন এক উদ্দাম পাহাড়ি ঝর্ণা। ভাঙা ভাঙা ইংরিজীর তোড়ে সব কিছু ভাসিয়ে দেয় খড়-কুটোর মত। যতক্ষণ ঘরে থাকে রেকর্ড প্লেয়ার বাজতে থাকবে অবিরত আর ইনগ্রিড অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাজনার তালে তাল মিলিয়ে একপাক করে নেচে নেয় খুশিমত। বন্ধু বান্ধব অগুন্তি। কাউকে না পেলে শ্রীলেখাকেই টেনে নিয়ে যায় ওর লেখাপড়ার অজুহাত নস্যাৎ করে।

ভাগ্যক্রমে রোজদিনই ডেটিংএ বেরোয় মেয়েটা। তা নাহ'লে পড়াশোনা মাথায় উঠতো শ্রীলেখার। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস মেন্জিস পর্যন্ত ওর ছেলেমানুষীতে আকুল হন।

সেদিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে হঠাৎ টেবিলে ঘুসি মেরে ইনগ্রিড ঘোষনা করলো, "ইট্ ইজ্ ভেরি ভেরি আন্ফেয়ার --।"

"কি হ'ল, কি আনফেয়ার ইনগ্রিড?" মিসেস মেন্জিস ও শ্রীলেখা এক সঙ্গে প্রশ্ন করলো।

লাজুক প্রকৃতির রুবেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো ওর দিকে।

ইনগ্রিড গম্ভীর মুখে বলে চললো, "সারা বাড়িতে একটা মাত্র পুরুষ মানুষ ওই রুবেন । মিসেস মেন্জিস নিজের পাশের ঘরটিতে ওকে দিব্যি আটক করে রেখেছে। কেন? আমি আর শ্রীলেখা বুঝি ভেসে এসেছি? নাকি আমাদের কোনও সাধ আহ্লাদ নেই?"

মিসেস মেন্জিস এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইলেন তারপর জোরে হেসে উঠলেন হো হো করে। রুবেন বিষম খেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে প্রাণপণে কাশছে তখন ----।

দোতলা পার হ'য়ে তেতলার সিঁড়ি ধরেছে শ্রীলেখা। লোকটা ওর

পিছন পিছন আসছে, ওর শপিং ব্যাগটা হাতে করে। ব্যাগের হস্তান্তর ঘটেছে একতলাতেই। কিন্তু কই, ইনগ্রিডের ঘর থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো ! আহা, লোকটার সিঁড়ি ভাঙা, বোঝা বওয়া সবই নিরর্থক তবে? শ্রীলেখা ইনগ্রিডের দরজায় 'নক' করলো। ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলে ঘরের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেখলো।

তারপর লোকটার দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললো, "ইনগ্রিড বাড়ি নেই। আই অ্যাম সরি।"

লোকটা শ্রীলেখার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো।

"আমি তোমার কাছেই এসেছি ----।"

শ্রীলেখা বিস্মিত বোধ করলো। কই আগে কখনো একে দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না ! নিজের রুমের দরজা খুলে ভিতরে এলো। লোকটা ভিতরে এসে শপিং ব্যাগ নামিয়ে রেখে শ্রীলেখার নির্দেশ মত ফায়ার প্লেসের কাছের চেয়ারটায় বসলো। একটু যেন জড়োসড়ো, আড়ষ্ট ভাব। শ্রীলেখা জানলার ধারে একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিলো। তারপর লোকটার দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলো। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হ'বে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। পরনে ছাইরঙের গরম ট্রাউজার ও মেরুন পুলোভার। লোকটা শ্রীলেখার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে আবার অল্প একটু হাসলো।

তারপর বললো, "তুমি হয়তো আমায় চিনতে পারছো না। রাস্তায় বহুবার তোমার পাশে হেঁটেছি আমি, তুমি হয়তো লক্ষ্যই করো নি। কতবার ভেবেছি যেচে আলাপ করবো, আলাপ করার কত অজুহাত মনে মনে ঠিক করেছি, কিন্তু শেষ অবধি পিছিয়ে গেছি। আজও উল্‌ওয়ার্থ থেকে তোমার পিছু নিয়েছি। তারপর তুমি যখন দরজা খুলছিলে হঠাৎ মনস্থির করে ঢুকে পড়লাম। তুমি বোধহয় ভেবেছিলে আমি অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাই কিছু বলোনি। কি জানি, তা নাহ'লে হয়তো দরজা থেকেই বিদায় করে দিতে।"

শ্রীলেখা সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, "আরে না, না, বিদায় করবো কেন? তা তোমার নামটা তো জানলাম না এখনও !"

লোকটা গদগদ হয়ে বললো, "এ্যান্টনি হেকফোর্ড। তুমি আমায় টোনি বলেই ডেকো।"

"বেশ তো ! টোনি, কি খাবে তুমি? কফি না চা?"

টোনি স্বপ্নালু চোখে বলে চললো, "তুমি জানো না কত আনন্দ হ'চ্ছে আমার। জানো গত এক বছরে তোমার কথা কতবার ভেবেছি। তোমাকে যে কি ভাল লাগে বলতে পারি না। মনে হয় ---- মনে হয়----," টোনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

শ্রীলেখা হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে বললো, "বোসো। তোমায় বরং এক কাপ গরম কফি বানিয়ে দিই ----।"

কফির সাজ সরঞ্জাম রেডী করতে করতে বললো, "হেকফোর্ড বললে না? ইসাবেল হেকফোর্ড কি তোমার কেউ হন?"

"হ্যাঁ, উনি আমার স্ত্রী।"

শ্রীলেখা পতনোন্মুখ কাপটাকে সামলাতে সামলাতে বললো, "অ্যাঁ, সে কি?"

তারপর মন্তব্যটার সম্ভাব্য অসৌজন্যতা ঢাকার জন্যে আবার বললো, "ওঁর লেখা বই পড়েছি আমি।একটা লেকচারও শুনেছি। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ভদ্রমহিলার। ওঁর প্রথম স্বামী শুনেছিলাম যুদ্ধে মারা গেছেন ----।"

টোনি বললো, "দ্বিতীয় স্বামীও। তবে তিনি যুদ্ধে নয়, অসুখে। আমি তিন নম্বর।"

শ্রীলেখা কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে মনে মনে ডেম ইসাবেল হেকফোর্ডের রাশভারী চেহারাটা মনে আনার চেষ্টা করলো। টোনির আড়ষ্ট জড়সড় ভাব হয়তো শুধু এখনকার ঘটনাপরিবেশ-জনিত নয়, হয়তো গত ক'বছরের (ক-বছর কে জানে) বিবাহিত জীবনেরই দান এটা। কিন্তু টোনির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সময় এ নয়। সবটুকু সহানুভূতি শ্রীলেখার নিজেরই প্রাপ্য এখন। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। টোনি নিজেই বন্ধ করে এসেছে। বাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। গত এক বছর ধরে নাকি এ ছোকরার শ্রীলেখাকে ভাল লেগে এসেছে। যে ভাল লাগার নেশায় এক অচেনা মেয়ের পিছু পিছু অম্লান বদনে তার তেতলার ঘর অবধি উঠে এসেছে, ফাঁকা বাড়ি পেয়ে সে ভাল লাগা এখন কোন রূপ ধরবে তার ঠিক কি?

নিরালা দুপুরে ডেম হেকফোর্ডের তৃতীয় স্বামী কর্তৃক ভালবাসিত হ'বার সম্ভাবনায় ওই শীতের দেশেও শ্রীলেখার প্রায় কালঘাম ছুটলো। তবু টোনির সামনে কফির কাপ এগিয়ে দেওয়ার সময় এতটুকু হাত কাঁপলো না তার। টিন খুলে স্কটিশ শর্ট ব্রেড কয়েক টুকরো প্লেটে রাখলো।

তারপর প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললো, "প্লীজ হ্যাভ ওয়ান ----।"

টোনি অন্যমনস্ক ভাবে একটা পীস তুলে নিলো। শ্রীলেখাকে যেন কথা বলার ভূতে পেয়েছে। অনর্গল কথার খই ফুটিয়ে চলেছে সে। ইনগ্রিডকেও হার মানাতে পারে সে আজ। টোনির কপালে অতি সূক্ষ্ম অধৈর্যতার রেখা যেন চোখেই পড়ছে না শ্রীলেখার। ব্যগ্রভাবে কথা বলে চলেছে। আর, যেন নেহাৎই অভ্যাসবশে মাঝে মাঝে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে জানলার বাইরে, বাড়ির গেটের দিকে। অবশ্য কথার মূর্ছনায় ছন্দপতন না ঘটিয়ে ----।

দূর থেকে কাদের যেন আসতে দেখলো শ্রীলেখা। এই বাড়ির গেটের কাছেই থামলো। হ্যাঁ, শ্রীলেখার কাছেই আসছে ওরা। অশোক, শঙ্কর আর মেনন। ঠিক এই সময় রাস্তার অন্যদিক থেকে আর একজন এলো। ফিকে নীল রঙের কোট পরনে। মাথায় গোলাপী স্কার্ফ। শ্রীলেখা টোনির সামনের চেয়ারে এসে বসলো।

আগের কথার জের ধরে বলে চললো, "সত্যি, ওঁর বই পড়তে পড়তে মনে হয় যেন হাজার বছর আগের সভ্যতা চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠছে ----। তোমারও নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ইনটারেস্ট আছে? ঈজীপ্টে খননকার্যের সময় তুমিও কি সঙ্গে ছিলে?"

টোনি তিক্ত কণ্ঠে বললো, "আমি আরকিওলজি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এতটুকু ইনটারেস্ট নেই আমার।"

শ্রীলেখা আপোষের সুরে বললো, "তাতে আর কি হয়েছে। আজকাল তো শুনেছি মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে স্বামী-স্ত্রীর এক রুচি না থাকাই ভাল। জীবনে একঘেয়েমি আসে না নাকি।"

সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। টোনির চোখে মুখে সুস্পষ্ট অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো। শ্রীলেখা দ্রুতপায়ে দরজা খুলে ত্রিমূর্তির

উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে সংবর্ধনা জানালো, "এই যে এসো, এসো।"

ইনগ্রিড নিজের ঘরের দরজার হাতলে হাত রেখে শ্রীলেখার দিকে চেয়ে হেসে বললো, "হ্যালো শ্রী !"

শ্রীলেখা বললো, "আমার গেস্টদের দরজা খুলে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।"

ইনগ্রিড বললো, "ধন্যবাদ আবার কিসের ! আমাকে তো ঢুকতেই হ'ত।"

তারপর চোখ টিপে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো। একটু পরেই রেকর্ড প্লেয়ার সরব হ'য়ে উঠলো।

শঙ্কর, অশোক আর মেনন ঘরের ভিতর আসতেই টোনি উঠে দাঁড়ালো।

শ্রীলেখা এক মুখ হাসি নিয়ে বললো, "দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দিই ---- এ হ'ল আমার ফিঁয়াসে শঙ্কর পিল্লে। এক কালে নাম করা বক্সার ছিল। দূর্ভাগ্যবশতঃ একবার ওর হাতে প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটে। সেই যে গ্লাভস্ ফেলে দিলো আর খেলেনি। উপস্থিত ফিজিক্সে রিসার্চ করছে। আর এরা আমার বন্ধু অশোক মিত্র আর দামোদর মেনন। আর এ হ'ল টোনি হেকফোর্ড । বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট ডেম হেকফোর্ডের স্বামী।"

শ্রীলেখা শঙ্করের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো এক হাতে ওর কণ্ঠ বেষ্টন করে।

টোনি খানিক উসখুস করে স্তিমিত কণ্ঠে বললো, "ওয়েল, গুডবাই।"

তারপর দুমদাম করে নীচে নেমে গেল। একটু পরেই বাড়ির বাইরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে দেখা গেল ওকে।

ঘরের মধ্যে ত্রিমূর্তির হতভম্ব বাক্যহারা মুখের দিকে চেয়ে সশব্দে হেসে উঠলো শ্রীলেখা। শঙ্কর এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেলো, অবশ্য পুরোপুরি নয়।

"আমি আবার তোমার ফিঁ - ফিঁয়াসে হ'লাম কবে? আর ব- ব - বক্সার?"

শ্রীলেখা হাসি চেপে বললো, "কি করবো বলো। শাস্ত্রে বলে গেছে আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মেনন আর অশোকের যা প্যাঁকাটি - মার্কা

চেহারা ! কাজেই শঙ্করকেই বেছে নিতে হল।"

তারপর শঙ্করের দিকে চেয়ে বললো, "অমন ব্যাজার মুখ করে রয়েছ কেন? আমার বয়ে গেছে তোমায় ফিঁয়াসে করতে। সে গুড়ে বালি। কাল বাবার চিঠি এসেছে। ঠিকুজি মিলে গেছে। পাত্র দূর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার। কার্তিকের মত চেহারা। দেখলে হিংসেয় নীল হয়ে যাবে তোমরা।"

শঙ্কর নিজের ঘাড়ে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললো, "শত বচ্ছর পরমায়ু নিয়ে কার্তিকের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না কোরো তুমি। আমি এখন থেকেই প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি। উঃ এমন রাম চিম্‌টি লাগিয়েছো ঘাড়ে ----।"